HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ০১ বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

টপিক ০২: রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

টপিক ০৩: টমাস ম্যুর ও হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন

টপিক ০৪: রবার্ট ওয়েন (১৪ মে, ১৭৭১-১৭ নভেম্বর, ১৮৫৮)

টপিক ০৫: চার্লস ফুরিয়ার (৭ এপ্রিল, ১৭৭২-১০ অক্টোবর, ১৮৩৭)

টপিক ০৬: পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

টপিক ০৭: মিখাইল বাকুনিন ও কার্ল মার্কস

টপিক ০৮: ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

টপিক ০৯: লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

টপিক ১০: বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

টপিক ১১: অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

টপিক ০১: বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিশ্বের প্রথম সফল বুর্জোয়া বিপ্লবের (ফরাসি বিপ্লব ১৭৮৯) কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা যেমন ফ্রান্সের বিপ্লবপূর্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি বলশেভিক বিপ্লবের কারণ খুঁজে বের করতে হলেও বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ইতিহাস পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মানবসমাজের যেকোনো বড় ধরনের পরিবর্তনের বীজ মূলত এই তিনটি ক্ষেত্রেই রোপিত হয়েছে। অন্য বিষয়গুলো সহায়ক অনুঘটক হিসেবে পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে মাত্র। নিচে একে একে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো:

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা

রাশিয়ার সমাজে বরাবরই দুটি শ্রেণি বিদ্যমান ছিল-একটি অভিজাত ও অন্যটি ভূমিহীন। উনিশ শতকের শেষ দিকে এক সামাজিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, রাশিয়াতে প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র সতেরো জন অভিজাত আর বাকিরা ভূমিহীন। তখন দেশটির সব জমিই ছিল রাজপরিবার ও সামন্ত অভিজাতশ্রেণির দখলে।

বিশ শতকের শুরুতে রাশিয়ার ১২৫.৬ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৯৭ মিলিয়ন অর্থাৎ ৭৭% ছিল কৃষক। দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫০% আসত কৃষি থেকে, অথচ জমির ওপর কৃষকের মালিকানা ছিল না।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে ফরাসি বিপ্লবের পর সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটলে ভূমিদাসরা স্বাধীন কৃষকে পরিণত হয়। ফলে তারা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে একসময় বুর্জোয়াশ্রেণিতে উন্নীত হয়। কিন্তু রাশিয়ায় জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত করলেও ভূমিদাসরা স্বাধীন কৃষকে রূপান্তরিত হতে পারেনি। তারা কেবল ভূমিদাস থেকে ভূমিহীনশ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে গ্রামীণ সংস্থা 'মির'-এর অধীনে ন্যস্ত হয়েছিল মাত্র। এজন্য রাশিয়ার কৃষকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা

শিল্পবিপ্লবের ফলে রাশিয়ার ভূমিহীনশ্রেণি শহুরে শিল্পশ্রমিকে পরিণত হয়। কিন্তু জার সরকার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার না দেওয়ায় শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায় করা ছিল কষ্টসাধ্য। যুদ্ধের কারণে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে কম মজুরিতে খাদ্য কেনা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রমিকদের সপ্তাহে ৬ দিন এবং প্রতিদিন গড়ে ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করতে হতো। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি ফ্ল্যাটে কমপক্ষে ১৬ জন শ্রমিক বাস করত। ছোট্ট একটি কক্ষে কমপক্ষে ৬ জন লোক থাকত। সেখানকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল নিম্নমানের। বিশুদ্ধ খাবার পানির কোনো সরবরাহ ছিল না। জীবনযাত্রার এরূপ নিম্নমানের ফলে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। ১৮৬২-১৮৯৫ সময়কালে রাশিয়ার শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি সমাজে ব্যাপক অসন্তোষের সাক্ষ্য বহন করে। ১৮৬২ সালে যেখানে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৯৬টি, সেখানে ১৮৯৫ সালে তা বহুগুণ বেড়ে ৯ হাজার ৪৩৩টি এবং এর পরের বছরই শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৫ হাজার ১৭৬টি হয়। বলশেভিক দল শ্রমিকদের রুটি, সেনাদের যুদ্ধের বদলে শান্তি এবং কৃষককে জমিদানের প্রতিশ্রুতিই সব শ্রেণির মানুষকে এই ধর্মঘটে শামিল করে।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা

বিশ শতকের শুরুতে রাশিয়ার জার যুদ্ধবাজ একনায়কে পরিণত হন। পূর্বে বলা হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের বিলোপ হলেও রাশিয়ার অফিস-আদালতসহ সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রগুলো অভিজাত সম্প্রদায় দখল করেছিল। ইতিহাসের একটি সাধারণ শিক্ষা এই যে, রাষ্ট্রশক্তি যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন ব্যাপক গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। আর তা প্রশমিত করার জন্য জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। একনায়ক বা স্বৈরাচারী শাসকরা এক্ষেত্রে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার কথা বলে জনতার ক্ষোভ প্রশমিত করে তাদের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখতে, চায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার স্বৈরাচারী জার সরকার একই আচরণ করেছিল। রাশিয়ার দুর্দশাগ্রস্ত ভূমিহীন কৃষক বা শ্রমিকশ্রেণির দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য জার সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয়। এর জেরে দেশে সামরিক আমলাশক্তির দাপট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাদেশিক ও জেলা পরিষদগুলোতে অভিজাতদের কর্তৃত্ব আরও বাড়ে। রাশিয়ায় শক্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণি গড়ে না ওঠায় তারা ক্ষমতার অংশীদার হতে পারেনি।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা

শিল্পবিপ্লবের ফলে বুর্জোয়াদের হাতে কিছু সম্পদ জমা হলেও তা অভিজাতশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। ফলে রাশিয়ার সমাজে অভিজাত ও ভূমিহীন এ দুটি শ্রেণিই ছিল মূল স্রোত। অভিজাত শ্রেণিটি রাষ্ট্রের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত করে ভূমিহীন (প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা) শ্রেণিকে নিদারুণভাবে শোষণ করতো। ফলে এ শ্রেণিটি শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদনসহ সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা

বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে রাশিয়ার অর্থনীতি চরম সংকটাপন্ন ছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা রহিত করলেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত চালু ছিল। তার ওপর পরন্তু স্টোপিলিন ভূমি সংস্কার চালু হলে 'কুলাক' বা জোতদার জমিদারশ্রেণির উদ্ভব হয়। ফলে জমির মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক কৃষকরা জমির ভালো মূল্য পেয়ে জমি বিক্রি করে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। এদিকে উচ্চমূল্যের জন্য সাধারণ কৃষকরা জমি কিনতে পারতো না। ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের জমি ভূ-স্বামীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এক হিসাবে দেখা যায়, রাশিয়ার ১.৫% লোকের হাতে ২৫% ভূমির মালিকানা চলে যায়। এ সমস্ত ভূ-স্বামীই ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে উচ্চতর সরকারি পদগুলো দখল করে। আর দরিদ্র কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়ে আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। যুদ্ধবিপর্যস্ত জার সরকার এ ভূমিহীন কৃষকদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ দিলে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লব শুরু হলে বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন কৃষক শহরে পাড়ি দিতে শুরু করে। এরা শিল্পশ্রমিকে পরিণত হয়। বিশ শতকের শুরুতে রাশিয়ায় শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ লাখ। এ বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের শ্রম-ঘামে রাশিয়ার শিল্প দ্রুত ফুলে-ফেঁপে ওঠে। রেলপথের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। রাশিয়ায় পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশ ঘটে। মস্কো, সেন্টপিটার্সবার্গ, দানবাস, রোস্তভ ইত্যাদি শহর শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বস্ত্র, কয়লা, লোহা, ধাতুর আকরিক, রাসায়নিক শিল্প, তেল ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল পরিমাণ শিল্পপণ্য উৎপাদন করতে থাকে। কিন্তু ইউরোপের সর্বশেষ দেশ হিসেবে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লব ঘটায় এক্ষেত্রে দারুণ পিছিয়ে পড়ে। তাছাড়া রুশ শিল্পপণ্যের বৈদেশিক বাজার সীমিত হওয়ার কারণে রাশিয়ার অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়। ইউরোপের অন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় রাশিয়ার শিল্পবিপ্লব শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি কোনো শ্রেণির মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি। এমন প্রেক্ষাপটে কম বেতন, বেশি খাটুনি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শ্রমিক অসন্তোষ দানা বাঁধে। এরূপ পরিস্থিতিতে রাশিয়ার তৎকালীন জার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা

এ পদক্ষেপটি দেশের অর্থনীতির জন্য আরও সর্বনাশ বয়ে আনে। রাশিয়ার ১ কোটি সৈন্যের খাদ্য ও রসদ সংগ্রহ করতেই জার সরকারের রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। এর ফলে বিদেশি সরকারের কাছ থেকে কম করে হলেও ৩০ কোটি (রুশ মুদ্রা) ঋণ নিতে হয়। তাছাড়া সেসময় বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে লোক দিতে হওয়ায় বড় বড় খামারগুলোতে লোকের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে যায়। শিল্প-কলকারখানায় উৎপাদন হ্রাস পায়। কয়লা পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে বড় বড় কারখানার চুল্লি কয়লার অভাবে নিভিয়ে ফেলা হয়। সাধারণ লোক দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কয়লা না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

কৃষির উৎপাদন কমে গেলে শিল্প শহরগুলোতে খাদ্যের সরবরাহ কমে যায় এবং দ্রব্যমূল্য বাড়ে। সেই সাথে যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য জনসাধারণের ওপর করের হার বাড়তে থাকে। শ্রমিকশ্রেণি অধিক সময় কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়। এসব কারণে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। বলশেভিকরা এ সুযোগে সমাজতন্ত্রের শোষণহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন তাদের সামনে সার্থকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। দোলাবার মৃত ছোবলামী মারি

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা

বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। এ পদক্ষেপটি দেশের অর্থনীতির জন্য আরও সর্বনাশ বয়ে আনে। রাশিয়ার ১ কোটি সৈন্যের খাদ্য ও রসদ সংগ্রহ করতেই জার সরকারের রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। এর ফলে বিদেশি সরকারের কাছ থেকে কম করে হলেও ৩০ কোটি (রুশ মুদ্রা) ঋণ নিতে হয়। তাছাড়া সেসময় বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে লোক দিতে হওয়ায় বড় বড় খামারগুলোতে লোকের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে যায়। শিল্প-কলকারখানায় উৎপাদন হ্রাস পায়। কয়লা পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে বড় বড় কারখানার চুল্লি কয়লার অভাবে নিভিয়ে ফেলা হয়। সাধারণ লোক দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কয়লা না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

কৃষির উৎপাদন কমে গেলে শিল্প শহরগুলোতে খাদ্যের সরবরাহ কমে যায় এবং দ্রব্যমূল্য বাড়ে। সেই সাথে যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য জনসাধারণের ওপর করের হার বাড়তে থাকে। শ্রমিকশ্রেণি অধিক সময় কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়। এসব কারণে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। বলশেভিকরা এ সুযোগে সমাজতন্ত্রের শোষণহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন তাদের সামনে সার্থকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা

উনিশ শতকের শেষ ভাগের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়ায় জারতন্ত্রের নিষ্পেষণমূলক শাসনের কারণে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে পারেনি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনুপস্থিতি এবং ভূমিহীন বা ভূমিদাসদের চরম আর্থিক দূরবস্থা ও অভিজাততন্ত্রের দাপট এখানে কোনো রাজনীতির বিকাশ ঘটতে দেয়নি। মাঝেমধ্যে কৃষক বিদ্রোহ ঘটলেও তা ব্যাপকভাবে সংঘটিত হতে পারেনি। উনিশ শতকে জারবিরোধী অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে দুটি গুপ্ত সন্ত্রাসী সংগঠন বিশেষভাবে উল্লেখ্য- একটি 'নিহিলিজম' (Nihilism) এবং অপরটি 'নারোদনিক আন্দোলন' (Narodniks movement) (রুশ শব্দ 'নারোদ' মানে জনগণ)। একপর্যায়ে এ দুটি আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নিলেও জার সরকারের চরম দমননীতির ফলে আন্দোলন দুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে এ আত্মত্যাগ জনগণের মনে জার সরকারের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফলে জনগণ সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা

উনিশ শতকের শেষ ভাগের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়ায় জারতন্ত্রের নিষ্পেষণমূলক শাসনের কারণে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে পারেনি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনুপস্থিতি এবং ভূমিহীন বা ভূমিদাসদের চরম আর্থিক দূরবস্থা ও অভিজাততন্ত্রের দাপট এখানে কোনো রাজনীতির বিকাশ ঘটতে দেয়নি। মাঝেমধ্যে কৃষক বিদ্রোহ ঘটলেও তা ব্যাপকভাবে সংঘটিত হতে পারেনি। উনিশ শতকে জারবিরোধী অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে দুটি গুপ্ত সন্ত্রাসী সংগঠন বিশেষভাবে উল্লেখ্য- একটি 'নিহিলিজম' (Nihilism) এবং অপরটি 'নারোদনিক আন্দোলন' (Narodniks movement) (রুশ শব্দ 'নারোদ' মানে জনগণ)। একপর্যায়ে এ দুটি আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নিলেও জার সরকারের চরম দমননীতির ফলে আন্দোলন দুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে এ আত্মত্যাগ জনগণের মনে জার সরকারের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফলে জনগণ সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা

নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় যেসব রুশ সৈন্য পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তারা ইউরোপের মুক্ত সমাজ ও উদারপন্থি ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন বহুদিন থেকেই চলছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৮৯৮ সালে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবারপার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটি রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্কার্স পার্টি (Russian Social Democratic Workers Party) নামেও পরিচিত ছিল। এ দলের মাধ্যমে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সাথে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরা শ্রমিকশ্রেণির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, বৃহৎ জমিদারির বিলুপ্তির মাধ্যমে কৃষককে জমি বিতরণ, ভারী শিল্প জাতীয়করণ, যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মসূচিকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। ১৯০৩ সালে আন্দোলনের কৌশল ও নানাবিধ কারণে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (Russian Social Democratic Labour Party) মেনশেভিক (Mensheviks) ও বলশেভিক (Bolsheviks) এ দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কঠোর আদর্শগত অবস্থান এবং শ্রমিকশ্রেণির রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দলের মূল অংশ বা বলশেভিকরা সংগঠিত হতে শুরু করে।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ঘটলে জার সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এতে জার সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। রাশিয়ার সর্বত্র গণতান্ত্রিক সংস্কার ও কৃষকদের হাতে ভূমি দেয়ার দাবিতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কল-কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে। ভূমিদাসরা জমিদারদের 'ম্যানর' বা খামার পুড়িয়ে দেয়, জমিদারের ম্যানেজার বা বেইলিফদের (Bailiff) হত্যা করে। সরকারি খাজনা দেয়া বন্ধ করা হয়। এ বিপ্লবে বলশেভিকরাও অংশগ্রহণ করে। এ বছর শ্রমিকরা সম্রাটের কাছে শোভাযাত্রাসহ স্মারকলিপি দিতে গেলে সেনারা গুলি করে বহু শ্রমিককে হত্যা করে। প্রচণ্ড দমননীতির মাধ্যমে এ কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন স্তব্ধ করা হলেও জারের স্বৈরশাসনের ভিত্তি ধসে পড়ে। জার সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়। বলশেভিকরা জনগণের সামনে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে। তারা জারতন্ত্রের পতনে তাদের সমর্থন কামনা করে শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি, বাসস্থান আর কৃষককে জমি প্রদানের স্বপ্ন দেখায়। বলশেভিকরা যুদ্ধের বদলে সৈনিকদের শান্তির কথা বলে। এতে ভূমিহীন, কৃষক, কারখানার শ্রমিকের সাথে বহু সৈনিকও একাত্মতা ঘোষণা করে। বহু সৈনিক বলশেভিকদের প্রতি আনুগত্য জানায়।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়াকে সম্পূর্ণ একা লড়াই করতে হওয়ায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও জার্মান বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামের সাথে তার দুর্বল সেনাবাহিনী টিকতে পারেনি। এ যুদ্ধে রাশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ সৈনিকের হাতে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল থাকলেও বাকিরা ছিল নিরস্ত্র। তাদের পোশাক ও রসদ সরবরাহও ছিল অপ্রতুল। এর ফলে যুদ্ধের মাত্র দুই বছরের মধ্যেই রুশ সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যায়। প্রায় ১০ লাখ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় এবং বাকিরা লড়াইয়ে টিকতে না পেরে পিছু হটে। ফলে রাশিয়ার ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া জার্মানির দখলে চলে যায়। রাশিয়ার সেনাদলের মনোবল ভেঙে যায়। সর্বত্র দেখা দেয় হতাশা। ফলে রুশ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে শান্তি স্থাপনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া অংশগ্রহণ করুক এটা রুশ জনগণ চায়নি। তাছাড়া রাশিয়ার অর্থনীতি যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে ছিল অক্ষম। রাশিয়ায় শিল্পের প্রসার ঘটলেও তা এত মজবুত ছিল না যার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করা যায়। রুশ কৃষিও ছিল অনগ্রসর। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে জার সরকার জনগণকে একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করায় এবং পরাজিত হওয়ায় এর সব দায়-দায়িত্ব শাসকদের ঘাড়েই বর্তায়। মানুষ চরমভাবে জার সরকারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক চেতনা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাশিয়ায় ১৪০টির মতো ছোট-বড় জাতিগোষ্ঠী ছিল। জার সরকার এদের জোর করে রুশীকরণ করতে চেষ্টা করলে এসব সংখ্যালঘু জাতির মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

মোটকথা, বলশেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে রাশিয়ার জারের অভিজাত নিয়ন্ত্রিত যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল তার প্রতি সাধারণ মানুষের বিন্দুমাত্র আস্থা বা শ্রদ্ধাবোধ অবশিষ্ট ছিল না। সর্বত্র মানুষ একটি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ০২ রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

টপিক ০২: রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

যেকোনো বিপ্লবের জন্য আগে প্রয়োজন জনগণের মনে বিপ্লবের জন্য প্রণোদনা সৃষ্টি করা। জনগণের মনে কোনো বিপ্লবের আদর্শের বীজ যথাযথভাবে রোপণ করতে না পারলে শুধু আনুষ্ঠানিক আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব সংঘটিত হয় না। ফরাসি বিপ্লবের সময়ও দেখা গেছে, ফ্রান্সের লেখক, দার্শনিক ও অধ্যাপকবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উনিশ শতকে জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ এবং জার্মানির পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পেছনে জার্মান বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অবদান ছিল অপরিসীম। তেমনি রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের বেলায়ও এ বিষয়টি লক্ষ করা যায়। বিপ্লবের আগে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিকাশে অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছিল জার্মান সমাজতন্ত্রী কার্ল মার্কস-এর লেখনীমালা। এর আগে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রী দার্শনিকরা যেসব বক্তব্য সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য উপস্থাপন করেছিলেন তাতে রাশিয়ার মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী চার্লস ওয়েন, ফরাসি সমাজতন্ত্রী সেন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়ার, লুই ব্লাংক, প্রুধো, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী মিখাইল বাকুনিন, ক্রপোৎকিন প্রমুখ দার্শনিকের লেখার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে 'সমাজতন্ত্র' একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শে পরিণত হয়।

রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস এ আদর্শকে সুসংহতভাবে উপস্থাপন করেন। রুশ সাহিত্যিক পুসকিন, লিও টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, ইভান তুর্গনেভ প্রমুখের লেখায় জার শাসনের স্বেচ্ছাচারিতা, শোষণ, অত্যাচারের ছবি সাধারণ মানুষের সামনে ভেসে উঠলে রাশিয়ার জনতার মাঝে জারবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়। এরপর লেনিন তার এপ্রিল থিসিস-এর মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষককে বিপ্লবের উপযুক্ত সময় ও কর্মকৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিলে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে, তাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের লেখার মাধ্যমে উনিশ শতকের শুরুতে সমাজতন্ত্র একটি রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত হয়। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা তথা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যেসব তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছিলেন তার মধ্যে দুটি পর্যায় লক্ষ করা যায়-

ক. সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয় ধারা (১৮৪৮ পূর্ববর্তী যুগ)

খ. সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ধারা (১৮৪৮ পরবর্তী যুগ)

রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

প্রথম পর্যায়ঃ ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রের যুগ

১৮৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত তাত্ত্বিকরা তাদের লেখাতে সমাজতন্ত্রের ধারণাকে কাল্পনিক উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। জীবন ও জগতের জটিল বাস্তবতার সাথে কীভাবে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে খাপ খাইয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে তার ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেননি। ইউটোপিয়া (Utopia) শব্দটি প্রাচীন গ্রিক ভাষা থেকে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন টিউডর যুগের ইংরেজ দার্শনিক টমাস ম্যুর (Thomas More)। ১৫১৬ সালে তিনি 'Utopia' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করেন। তাকে অনুসরণ করে অপর এক ইতালীয় লেখক টমাজ্জো ক্যাম্পানেল্লা (১৫৬৮-১৬৩৯) রচনা করেন 'সূর্যের শহর' (The City of Sun)।

রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

প্রথম পর্যায়ঃ ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রের যুগ

এ গ্রন্থে তিনি দেখান কীভাবে ব্যতিক্রমী সব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে একটি শহর তার অধিবাসীদের জীবন আলোকিত করে। এভাবে ব্রিটিশ লেখক জেফার্ড উইনট্যানলি (১৬০৯-১৬৫২) তার 'The Law of Freedom' গ্রন্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের মাধ্যমে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা দেন। এরপর ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ মেলয়ে ও গাব্রিয়েল দ্য মব্লি আসেন সাম্যের বাণী নিয়ে। তারা ভোগবাদকে বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ গঠনের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। তবে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিকাশের 'ইউটোপিয়' পর্বে যে তিনজন দার্শনিক প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন ফরাসি দার্শনিক স্যাঁ-সিমোঁ, চার্লস ফুরিয়ার, রবার্ট ওয়েন প্রমুখ। এরা ছিলেন

রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

প্রথম পর্যায়ঃ ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রের যুগ

শিল্পবিপ্লব পর্বের দার্শনিক, কেউবা শ্রমিক নেতা। ফলে এদের লেখাতে সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা উত্থাপিত হয়। তবে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে কীভাবে পরিবর্তন করা হবে তার ব্যাখ্যা নিয়ে এ পর্বের লেখকদের মধ্যে বেশ দ্বিধা-বিভক্তি এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অজ্ঞতাও পরিদৃষ্ট হয়। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস প্রথম সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব, নতুন নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শন চিন্তা বিকাশ লাভ করে। এ সময় নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে সমাজ কাঠামো, জীবনধারণ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হলে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মার্কস এবং অ্যাঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর বিজ্ঞানসম্মত জবাব উপস্থাপন করেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও অ্যাঙ্গেলসের যৌথ প্রচেষ্টায় 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' প্রকাশিত হলে সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ গ্রন্থে তারা পূর্ববর্তী সকল সমাজতাত্ত্বিক লেখকের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেন এবং তাদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ০৩ টমাস ম্যুর ও হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন

টপিক ০৩: টমাস ম্যুর ও হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

টমাস ম্যুর ও হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন

টমাস ম্যুর (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৪৭৮-৬ জুলাই ১৫৩৫)

স্যার টমাস ম্যুর বিখ্যাত হয়ে আছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইউটোপিয়া' (Utopia) এবং তার অকালমৃত্যুর (শিরশ্ছেদ) জন্য। তিনি ১৪৭৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি লন্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সে সময়ের লন্ডনের বিখ্যাত বিদ্যালয় সেন্ট অ্যান্টনিতে লেখাপড়া করেন এবং পরে অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেন। সেখানে তিনি গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৪৯৪ সালে তিনি লন্ডনের বিখ্যাত 'ল অ্যাসোসিয়েটস লিংকনস ইন'-এ ভর্তি হন। ১৫০১ সালে তিনি লন্ডনের বার-এ পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে আইন পেশায় নিযুক্ত হন। আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের সময় তিনি পবিত্র' ধর্মগ্রন্থসমূহ এবং গ্রিক ও ল্যাটিন ক্লাসিক সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ইরাসমাসের (Erasmus) সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এ বন্ধুত্ব তার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইতোমধ্যে তিনি সরকারি চাকরি জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করার জন্য ১৫০৩ সালে লন্ডনের বাইরে একটি গির্জার সাথে যুক্ত হন। পাশাপাশি আইন পেশাও চলতে থাকে। ১৫০৪ সালে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৫১৩-১৫১৮ সময়কালের মধ্যে তিনি History of King Richard III গ্রন্থটি রচনা করেন।

টমাস ম্যুর ও হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন

টমাস ম্যুর (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৪৭৮-৬ জুলাই ১৫৩৫)

টমাস ম্যুর

টমাস ম্যুর ও হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন

টমাস ম্যুর (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৪৭৮-৬ জুলাই ১৫৩৫)

এ গ্রন্থটিকে মনে করা হয় ইতিহাস তত্ত্বের ওপর লেখা ইংরেজি ভাষার প্রথম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যা মহাকবি ও নাট্যকার শেক্সপিয়রকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৫১৬ সালে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইউটোপিয়া' রচনা করেন। এ গ্রন্থে দুইজন ব্যক্তির একটি কাল্পনিক দ্বীপে বসবাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, যে দ্বীপে সব কিছুর মালিক হচ্ছে দ্বীপের অধিবাসীরা। এ গ্রন্থে টমাস ম্যুর এমন একটি কাল্পনিক সমাজের বর্ণনা দেন যেখানে, সবাই শ্রম দেয় এবং কারও কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। এ দ্বীপে কোনো মধ্যস্বত্বভোগী, শ্রমশোষক ব্যক্তি নেই। আসলে ম্যুর এখানে দ্বীপকে রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। টমাস ম্যুর ছিলেন ইংল্যান্ডের টিউডর রাজা অষ্টম হেনরির গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শক। কিন্তু রাজা বনাম গির্জার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে তিনি অষ্টম হেনরিকে ইংল্যান্ডের জাতীয় গির্জার প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। এজন্য ১৫৩৫ সালের ৬ জুলাই বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার শিরশ্ছেদ করা হয়। টমাস ম্যুর-এর বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে, The King's good servant, but God's first'.

টমাস ম্যুর ও হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন

হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন (১৭ অক্টোবর, ১৭৬০-১৯ মে ১৮২৫)

সেইন্ট সাইমন ছিলেন পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবক্তা। তিনি মনে করতেন, তৎকালীন ইউরোপ এক জটিল অর্থনৈতিক অসাম্যের মধ্যে অবস্থান করছে এবং এ অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে অর্থনীতির পুঁজিবাদী ধারা পুনর্গঠন করতে হবে। এজন্য তিনি তিন স্তরবিশিষ্ট একটি সামাজিক ফ্রেমওয়ার্কের প্রস্তাব করেন। সাইমনের প্রস্তাব মতে, প্রথম শ্রেণিটি গঠিত হবে প্রকৌশলী এবং মানববিদ্যার লোকজন নিয়ে, যারা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে দ্বিতীয় শ্রেণি গঠিত হবে বিজ্ঞানীদের নিয়ে, যারা পরিকল্পনা মূল্যায়ন করবে আর তৃতীয় শ্রেণিটি গঠিত হবে শিল্পপতিদের নিয়ে, যারা পরিকল্পনামাফিক কার্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এ ধরনের অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি ১৮০৩ সালে Letters of an Inhabitant of Geneva to His Contemporaries, ১৮০৭ সালে Work of Science in the 19th Century, ১৮১৩ সালে Memoir on the Science of Man, ১৮১৪ সালে On the Reorganisation of European Society এবং ১৮২৫ সালে The New Christianity গ্রন্থ রচনা করেন।

টমাস ম্যুর ও হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন

হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন (১৭ অক্টোবর, ১৭৬০-১৯ মে ১৮২৫)

সেইন্ট সাইমন ১৭৬০ সালে প্যারিসে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ফরাসি সেনাবাহিনীতে যোগদানে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি মেক্সিকো এবং স্পেনে কিছু খাল খনন প্রকল্পে কাজ করেন। ফ্রান্সের সন্ত্রাসের রাজত্বের (The Reign of Terror) সময় তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। অবশ্য পরে তিনি ছাড়া পান। ১৮২৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর কয়েকজন বিশ্বস্ত শিষ্য তার তত্ত্বকে বিশ্বে সুপরিচিত করে তোলেন। মূলত সাইমন সামাজিক কল্যাণের জন্য সম্পদের পুনর্বণ্টনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। mil

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ০৪ রবার্ট ওয়েন (১৪ মে, ১৭৭১-১৭ নভেম্বর, ১৮৫৮)

টপিক ০৪: রবার্ট ওয়েন (১৪ মে, ১৭৭১-১৭ নভেম্বর, ১৮৫৮)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

রবার্ট ওয়েন (১৪ মে, ১৭৭১-১৭ নভেম্বর, ১৮৫৮)

রবার্ট ওয়েনকে বলা হয় ব্রিটিশ ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রের জনক। তার পিতা লোহার কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। ওয়েন দশ বছর বয়সে একটি বস্ত্র কারখানায় শিক্ষানবিস হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যে তিনি স্পিনিং শিল্পের চূড়ায় উন্নীত হন। ১৮১০ সালে তিনি ম্যানচেস্টার শহরের সর্ববৃহৎ স্পিনিং মিলের একটি বড় পড়ে পদে উন্নীত হন। সেখানে তিনি শ্রমিকশ্রেণির ওপর শিল্পবিপ্লবের প্রভাব লক্ষ করেন।

রবার্ট ওয়েন

রবার্ট ওয়েন (১৪ মে, ১৭৭১-১৭ নভেম্বর, ১৮৫৮)

রবার্ট ওয়েন বুঝতে পারেন, মানুষের জীবন কীভাবে পরিবেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা দূর করার জন্য কাজ করতে মনস্থ করেন। ১৮০০ সালে তিনি স্কটল্যান্ডের লানার্কে তার শ্বশুরের স্পিনিং মিলে তার তত্ত্ব পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি ঐ কারখানার শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও কাজের পরিবেশ তৎকালীন কারখানাগুলোর পরিবেশ থেকে উন্নত করতে সমর্থ হন। তিনি লানার্কে তার অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রমমান ও শ্রমের পরিবেশবিষয়ক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সংক্রান্ত অসংখ্য প্রচারণায় অংশ নেন। ১৮২৫ সালে তিনি পূর্ণকালীন সংস্কারক এবং কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। রবার্ট ওয়েন প্রতিষ্ঠিত এরূপ একটি শ্রমিক কমিউনিটি হলো ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের 'নিউ হারমোনি'।

রবার্ট ওয়েন (১৪ মে, ১৭৭১-১৭ নভেম্বর, ১৮৫৮)

ওয়েন একপর্যায়ে শিল্প উদ্যোক্তা হন। কিন্তু শিল্প শ্রমিকের মানবেতর জীবন তাকে ভাবিয়ে তোলে এবং তিনি চিন্তাবিদে রূপান্তরিত হন। ১৮১৩ সালে তিনি A New View of Society গ্রন্থটি রচনা করেন। ওয়েন মনে করেন, শিল্পবিপ্লব সামাজিক বিভাজনকে (শ্রমিক বনাম শিল্প মালিক, শহর বনাম গ্রাম, নারী বনাম পুরুষ) বিস্তৃত করেছে এবং এ বিভাজনই সব দুর্দশার মূল। তার মতে, মানুষ তার চরিত্র নিজে নির্মাণ করে না, পরিবেশের মাধ্যমেই নির্মিত হয়। সুতরাং সমাজ থেকে পাপ দূর করতে হলে ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক নিয়ম-কানুনের ওপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি অবশ্য শিল্পের বিকাশকে ক্ষতিকর মনে করেননি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন শিল্পায়ন যে প্রক্রিয়ায় ঘটছে তার নৈতিকতা ও বৈধতা নিয়ে। ১৮১৬-২০ সময়কালে তিনি উইলবারফোর্স ও রবার্ট পিল-এর সাথে মিলে গ্রামীণ সমবায় পদ্ধতি চালু করে একই শ্রমিকের শিল্প-কারখানায় ও কৃষিতে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেন। এর ফলে গ্রাম থেকে কৃষি শ্রমিকের শহরে পাড়ি জমানো বন্ধ হয়। ১৮২০ সালে, তিনি নিজেকে সাম্যবাদী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং উৎপাদক শ্রেণির কল্যাণে স্বচ্ছ বেতন ব্যবস্থার দাবি তোলেন। তিনি সব ধরনের গতানুগতিক রাজনৈতিক কর্মকান্ড, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুনাফার বিলোপ কামনা করেন। রবার্ট ওয়েন তার এ তত্ত্বকে Social Science বা Science of Society বলে আখ্যা দেন।

রবার্ট ওয়েন (১৪ মে, ১৭৭১-১৭ নভেম্বর, ১৮৫৮)

১৮৩০-এর দশকের পর তার অনুসারীরা তার তত্ত্বকেই 'Socialism' হিসেবে পরিচিত করে তোলে। ল্যানার্ক ছেড়ে আসা থেকে ১৮৫৮ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার তত্ত্ব প্রচারে অসংখ্য বক্তব্য প্রকাশ করেন। এ সময়কালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে অসংখ্য 'কমিউনিটি' প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলন বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে তার ধ্যানধারণা হারিয়ে যায়। তবে রবার্ট ওয়েনের সম্প্রদায় বিষয়ক ধারণা এবং অংশীদারিত্বমূলক শাসনের তত্ত্ব সমাজতাত্ত্বিক চিন্তনের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রদূতের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ০৫ চার্লস ফুরিয়ার (৭ এপ্রিল, ১৭৭২-১০ অক্টোবর, ১৮৩৭)

টপিক ০৫: চার্লস ফুরিয়ার (৭ এপ্রিল, ১৭৭২-১০ অক্টোবর, ১৮৩৭)

This Topic is important for

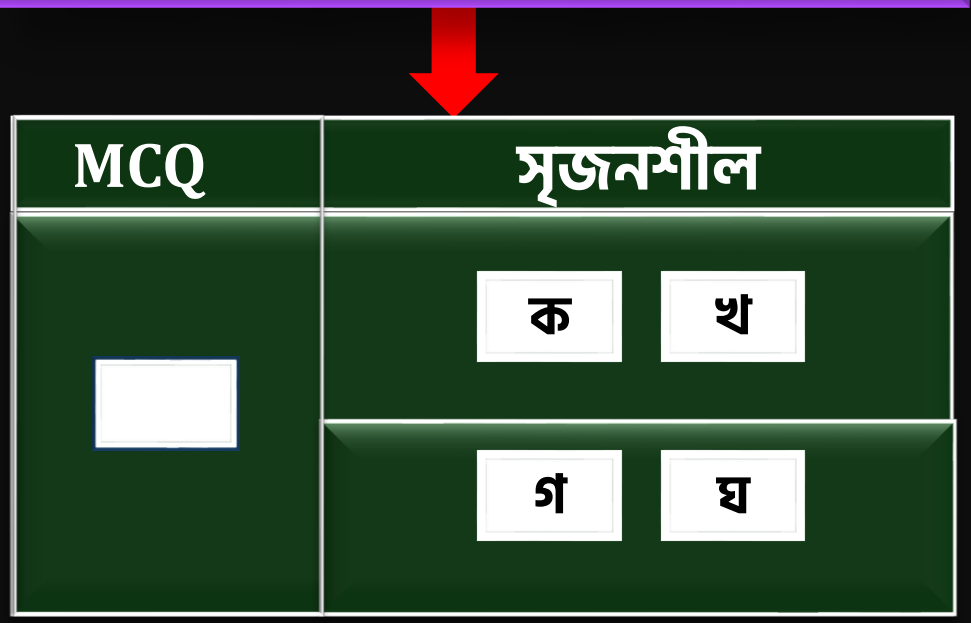

চার্লস ফুরিয়ার (৭ এপ্রিল, ১৭৭২-১০ অক্টোবর, ১৮৩৭)

চার্লস ফুরিয়ার ফ্রান্সের বিসানকনে ১৭৭২ সালের ৭ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী। ফুরিয়ার স্থানীয় জেসুইট কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রকৌশলী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় সামরিক প্রকৌশল স্কুল শুধু অভিজাতদের সন্তানদের জন্য উন্মুক্ত ছিল বলে তার সে আশা পূরণ হয়নি।

১৭৮১ সালে ফুরিয়ারের পিতার মৃত্যু হলে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির পাঁচ ভাগের এক ভাগ পান, তখন এর মূল্যমান ছিল ২ লাখ ফ্রাঙ্কেরও বেশি। এর ফলে তিনি পুরো ইউরোপ ঘুরে বেড়াতে সমর্থ হন। ১৭৯১-১৮১৬ সময়কালে ফুরিয়ার মার্সেইলি, বোর্ডেক্স, প্যারিস ইত্যাদি নগরে চাকরি করেন। ১৮০৮ সালে তার প্রথম গ্রন্থ The Sacial Destiny of Man প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি ব্যবসায়ী সমাজের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন। এছাড়া তিনি নতুন সামাজিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চার্লস ফুরিয়ার

চার্লস ফুরিয়ার (৭ এপ্রিল, ১৭৭২-১০ অক্টোবর, ১৮৩৭)

এর জন্য তিনি Phalanxes Commune প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, এ কমিউনগুলো গঠিত হবে ১৬০০ লোক নিয়ে এবং এর সদস্যদের অবশ্যই মেধা, অনুরাগ ও আগ্রহ থাকতে হবে। তার অন্য গ্রন্থগুলো হলো The New World of Communal Activities (1829) এবং The False Division of Labour (1835)। তার ধ্যান-ধারণা পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক, নারীবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, নৈরাজ্যবাদী, সন্দেহবাদী সব মতবাদের দার্শনিকদেরই প্রভাবিত করে। ১৮৩৭ সালের ১০ অক্টোবর চার্লস ফুরিয়ার প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

চার্লস ফুরিয়ার (৭ এপ্রিল, ১৭৭২-১০ অক্টোবর, ১৮৩৭)

ফুরিয়ার সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ হিসেবেও দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করেছেন এবং যুক্তিসংগত বেতন এবং যারা কর্মক্ষম নন তাদের ভদ্রোচিত পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন যে, মনের প্রকৃতির মধ্যে ১২ ধরনের অনুরাগ রয়েছে, এ ১২ ধরনের অনুরাগের সমন্বয়ে ৮১০ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ তৈরি হতে পারে। সুতরাং, এক একটি কমিউনে প্রত্যেক বৈশিষ্টের ২ জন করে ১৬২০ জন সদস্য থাকা প্রয়োজন।

ফুরিয়ারের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব গতিপ্রাপ্ত হয়, প্যারিস কমিউন গঠিত হয়। পরবর্তী অসংখ্য লেখক তাদের লেখাতে ফুরিয়ারকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেন। তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দস্তয়েভস্কি তার বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস The Possessed রচনা করেন। পিটার ক্রপোৎকিন তার বিখ্যাত The Conquest of Bread গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ফুরিয়ারের লেখনীতে অনুপ্রাণিত হয়েই।

ফুরিয়ার এর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা আমেরিকাতেও প্রসার লাভ করে। আমেরিকায় তার অনুসারীরা কমিউন প্রতিষ্ঠা করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো অহিও অঙ্গরাজ্যের 'ইউটোপিয়া'।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ০৬ পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

টপিক ০৬: পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

পিয়ের জোসেফ প্রুধো (১৯ জানুয়ারি, ১৮০৯-১৫ জানুয়ারি, ১৮৬৫)

প্রুধো ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী সমাজতাত্ত্বিক। তার মতে, সম্পত্তি মানেই হলো চুরি। ১৮০৯ সালে প্রুধো ফ্রান্সের বিসানকনে (Besançon) জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি একটি স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি শহরের গণগ্রন্থাগারে পড়াশোনা করে স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন।

প্রুধো ছাপাখানার শিক্ষানবিস শ্রমিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। যখন তিনি চার্লস ফুরিয়ারের The New Industrial and Co-operative World গ্রন্থটি ছাপার কাজে। নিয়োজিত তখন রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৪০ সালে তিনি What is Property? গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে তিনি দেখান কীভাবে ধনী লোকের ধনলিপ্সা দরিদ্রের সম্পদ আহরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

পিয়ের জোসেফ প্রুধো

পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

পিয়ের জোসেফ প্রুধো (১৯ জানুয়ারি, ১৮০৯-১৫ জানুয়ারি, ১৮৬৫)

প্রুধোর মতে, ধনীর সম্পদের ওপর অধিকারই দরিদ্রের সম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার এটি একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। সুতরাং সাম্য ততক্ষণ প্রতিষ্ঠা হবে না যতক্ষণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকবে। ১৮৪২ সালে তাকে তার বৈপ্লবিক মতামতের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। পরের বছর তিনি লিয়নের শ্রমিকশ্রেণির গুপ্ত সংগঠন মিউচ্যুয়ালিস্ট-এর সাথে যোগ দেন। এ সময় তিনি সমঝোতার মাধ্যমে ছোট ছোট শ্রমকে কীভাবে একীভূত করা যায় এবং এর মুনাফা সমভাবে বণ্টন করার উপায় নিয়ে কাজ করেন।

পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

পিয়ের জোসেফ প্রুধো (১৯ জানুয়ারি, ১৮০৯-১৫ জানুয়ারি, ১৮৬৫)

১৮৪৬ সালে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ The System of Economic Contradictions প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে তিনি যে তত্ত্ব প্রদান করেন, কার্ল মার্কস তার জবাব দেয়ার জন্য পরের বছর The Poverty of Philosophy গ্রন্থটি রচনা করেন। এভাবে প্রুধো-মার্কস তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনি কার্ল মার্কস-এর 'অথোরিটেরিয়ানিজম' তত্ত্বের বিরুদ্ধে 'লিবারেটেরিয়ান সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট'-এর ওপর জোর দেন। ১৮৪৮ সালের ফরাসি বিপ্লবের পর প্রুধো পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি Confessions of a Revolutionary (1849) এবং The General Idea of the Revolution in the 19th Century (1851) রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলোতে তিনি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ন্যস্ত থাকে। ১৮৫৪ সালে তিনি কলেরায় আক্রান্ত হন। এরপর তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তারপরও তিনি ১৮৫৮ সালে Justice in the Revolution and in the Church এবং ১৮৬৩ সালে The Principle of Federation গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। এসব গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে জাতীয়তাবাদ যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। জাতীয়তাবাদের শক্তি হ্রাস করার জন্য প্রুধো ইউরোপীয় ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করেন। কার্ল মার্কস ও বুকাননের মতো ধ্বংসাত্মক বিপ্লবে প্রুধো বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রুধো মনে করতেন, ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের পথে না গিয়েও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

লুইস ব্লাংক (২৯ অক্টোবর, ১৮১১-৬ ডিসেম্বর, ১৮৮২)

লুইস ব্লাংক ছিলেন ফ্রান্সের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি শহুরে চাকরিজীবীদের চাকরির নিশ্চয়তার জন্য সমবায় সমিতি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি স্পেনের মাদ্রিদে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন স্পেনের রাজা জোসেফ বোনাপার্টের অর্থবিষয়ক ইন্সপেক্টর জেনারেল। কিন্তু তাকে প্যারিসে আইন পড়তে গিয়ে চরম দারিদ্র্যের সাথে লড়তে হয়। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ব্লাংক বিভিন্ন সংবাদপত্রে লেখালেখির কাজ শুরু করেন। এসব লেখায় তিনি বলেন, সব ধরনের পাপ বা সামাজিক অনাচারের উদ্ভব ঘটে প্রতিযোগিতা থেকে এবং এ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই দুর্বলদের ছুড়ে ফেলা হয়। এ জন্য তিনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সব ধরনের প্রতিযোগিতার বিলোপ সাধনের দাবি জানান।

পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

লুইস ব্লাংক (২৯ অক্টোবর, ১৮১১-৬ ডিসেম্বর, ১৮৮২)

তিনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত সম্পদের উচ্ছেদ ও সমান মজুরির কথা বলেন। সম্পদ বিষয়ে ব্লাংকের মত ছিল, 'From each according to his ability, to each according to his needs' অর্থাৎ সবাই তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজনমতো গ্রহণ করবে। আর এভাবেই সমাজে প্রতিযোগিতার বিলুপ্তি ঘটবে এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৮৪১ সালে তিনি রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করে Historic de dix ans গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর লুইস ব্লাংক ফরাসি আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাকে সরকারের লেবার কমিশন-এর সভাপতি করা হয়। লুইস ব্লাংক এমন এক ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থার প্রবক্তা ছিলেন, যেখানে প্রত্যেক শ্রমিক তার শ্রমশক্তি সমাজের অভিন্ন কল্যাণের জন্য ব্যয় করবে।

পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

লুইস ব্লাংক (২৯ অক্টোবর, ১৮১১-৬ ডিসেম্বর, ১৮৮২)

ব্লাংক জানতেন, শ্রমিকশ্রেণি তাদের নিজস্ব জীবিকা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কিন্তু শুরু করার জন্য তাদের সহায়তা দরকার। ১৮৪৮ সালের জুলাই বিপ্লব লুইস ব্লাংকের সাম্যবাদী তত্ত্ব বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেয়। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য Social Workshop গঠন করে সেগুলোকে Co-operative Workshop-এ পরিণত করার কথা ভেবেছিলেন। তার এ মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে শ্রমিকশ্রেণি বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল। তাই বিপ্লবের পর তারা Social Workshop গঠন এবং এর মাধ্যমে কাজের নিশ্চয়তা চাইল। লুইস ব্লাংক পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে এ প্রোগ্রাম চালু করলেন।

পিয়ের জোসেফ প্রুধো ও লুইস ব্লাংক

লুইস ব্লাংক (২৯ অক্টোবর, ১৮১১-৬ ডিসেম্বর, ১৮৮২)

কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী এমিলি টমাস-এর ষড়যন্ত্রের কারণে এ কর্মসূচি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে Workshop-গুলো বন্ধ করে দেওয়া হলে শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে এ বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং তাকে এর জন্য দায়ী করা হয়। তিনি ব্রিটেনে পালিয়ে আসেন। ১৮৩৯ সালে ব্লাংক পুনরায় প্যারিসে ফিরে এসে নেপোলিয়নিক রেস্টোরেশন-এর বিরোধিতা করেন। ফলে তাকে আবার নির্বাসিত করা হয়। তিনি ১৮৭০ সালে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর পুনরায় ফ্রান্সে এসে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তার নেতৃত্বে পার্লামেন্ট অনেক সংস্কার আইন পাস করে। ১৮৮২ সালের ৬ ডিসেম্বর লুইস ব্লাংক মৃত্যুবরণ করেন।

লুইস ব্লাংক ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তার রাজনৈতিক ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা ফ্রান্সে সমাজতন্ত্র বিকাশে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ০৭ মিখাইল বাকুনিন ও কার্ল মার্কস

টপিক ০৭: মিখাইল বাকুনিন ও কার্ল মার্কস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মিখাইল বাকুনিন ও কার্ল মার্কস

মিখাইল বাকুনিন (৩০ মে, ১৮১৪-১ জুলাই, ১৮৭৬)

বাকুনিন

মিখাইল বাকুনিন ১৮১৪ সালের মে মাসে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সেই তিনি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৩৬ সালে তিনি বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেলের Gymnasial Lectures রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন। এটি হেগেলের রচনার প্রথম রুশ অনুবাদ। ১৮৪২ সালে বাকুনিন The Reaction in Germany নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যা যুবসমাজ ও গোপন সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার বক্তব্যের মূলকথা হলো ধ্বংসের মধ্যে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা নিহিত থাকে। (The desire for destruction is at the same time a creative desire too)

১৮৪৪ সালে বাকুনিন প্রথম প্যারিসে মার্কস ও প্রুধোর সাথে মিলিত হন। বছরের পর বছর তিনি ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

মিখাইল বাকুনিন ও কার্ল মার্কস

মিখাইল বাকুনিন (৩০ মে, ১৮১৪-১ জুলাই, ১৮৭৬)

১৮৪৯ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ড এক সময় যাবজ্জীবন দণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। অস্ট্রিয়ার অনুরোধে তাকে অস্ট্রিয়া সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সেখানেও তাকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পুনরায় তার মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৮৫০ সালে তাকে রাশিয়ার কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এভাবে বাকুনিন বিভিন্ন কারাগারে ১১ বছর নির্যাতন ভোগ করেন। ১৮৬১ সালে তিনি সাইবেরিয়ায় পালিয়ে যান। সেখান থেকে তিনি জাপান ও উত্তর আমেরিকা হয়ে লন্ডনে ফিরে আসেন।

মিখাইল বাকুনিন ও কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস (৫ মে, ১৮১৮-১৪ মার্চ, ১৮৮৩)

কার্ল মার্কস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক। সমাজতন্ত্রকে একটি বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক আদর্শে পরিণত করার জন্য তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় নির্যাতন, চরম দারিদ্র্য কিছুই তাকে তার সংগ্রামের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কার্ল মার্কস ১৮১৮ সালের ৫ মে জার্মানির ট্রিয়েরে (Trier) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইতিহাস ও আইনশাস্ত্রের ওপর বন এবং পরে বার্লিনে লেখাপড়া করেন।

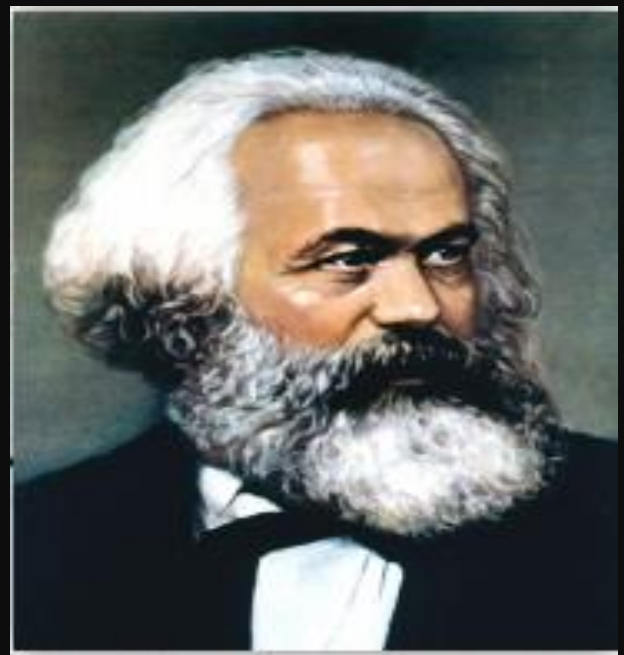

কার্ল মার্কস

মিখাইল বাকুনিন ও কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস (৫ মে, ১৮১৮-১৪ মার্চ, ১৮৮৩)

১৮৪৩ সালে মার্কস প্যারিসে যান এবং ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস ও রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর পড়াশোনা করেন। ১৮৪৫ সালে ফরাসি সরকার বৈপ্লবিক মতামতের জন্য তাকে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করে। এরপর মার্কস বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে যান। ১৮৪৭ সালে তিনি প্রুধোর সমাজতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার সমালোচনা করে The Poverty of Philosophy গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে আলোচনা করেন। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগেই তিনি The Manifesto of the Communist Party রচনা করেন, যা লন্ডনের ওয়ার্কার্স কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে ভীত হয়ে বেলজিয়াম সরকার কার্ল মার্কসকে সেই দেশ থেকে বহিষ্কার করলে তিনি ফ্রান্সের প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধে প্যারিসে যান। ১৮৪৯ সালের গ্রীষ্মে সেখান থেকেও তাকে বহিষ্কার করা হলে পুনরায় তিনি লন্ডনে যান। ১৮৬৭ সালে তিনি Capital: A Critique of Political Economy, Vol-I প্রকাশ করেন। এটি শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক ও রাজনীতি সংক্রান্ত তার সারাজীবনের গবেষণার ফসল। এ গ্রন্থে তিনি পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এটিই বিশ্বে এ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ।

মিখাইল বাকুনিন ও কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস (৫ মে, ১৮১৮-১৪ মার্চ, ১৮৮৩)

কার্ল মার্কস তার বন্ধু তাত্ত্বিক ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলসের সাথে যে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তাতে বলা হয়, "শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারানোর কিছু নেই।" এ গ্রন্থে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, পূর্ববর্তী শ্রেণি সমাজের বিবর্তন ও বিকাশের ধারাবাহিকতা তুলে ধরে শ্রেণি সংগ্রামে শোষক ও শোষিতশ্রেণির দ্বন্দ্বের মূল কারণ হিসেবে উৎপাদনের মালিকানাকে চিহ্নিত করা হয়। তারা উভয়ে তৎকালীন ইউরোপে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রেণি সংগ্রামের নিষ্পত্তি হতে পারে বলে একমত হন।

কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস এবং অ্যাঙ্গেলস বলেন, মানবসভ্যতার ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। মার্কস-এর 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' প্রকাশিত হওয়ার পর ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি রাজা-বাদশাহদের যুদ্ধ জয়ের বিষয় থেকে গণমানুষের ইতিহাসের দিকে ধাবিত হয়। তারা এ গ্রন্থে দেখান যে, বুর্জোয়া শ্রেণি এবং সর্বহারাদের সংগ্রামে বুর্জোয়াদের পরাজয় ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে। কার্ল মার্কসের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম Das Kapital যার প্রথম খণ্ড তিনি জীবদ্দশায় প্রকাশ করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর পরবর্তী দুটি খণ্ড অ্যাঙ্গেলসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ কার্ল মার্কস লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

মিখাইল বাকুনিন ও কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস (৫ মে, ১৮১৮-১৪ মার্চ, ১৮৮৩)

আলোচিত সংক্ষিপ্ত জীবনীগুলো থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার উত্থান ও বিকাশ ফরাসি - বিপ্লবের আগে বা পরের দশকগুলোতে হয়েছিল। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, শিল্পবিপ্লব সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা ইউটোপীয় ধ্যান-ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস বিষয়টিকে বাস্তব সমস্যার নিরিখে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ধরনগুলোকে ব্যাখ্যা করে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তাদের একটি বড় ত্রুটি ছিল এই যে, তারা মানবসভ্যতা বিকাশের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে গিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার করেছেন।'

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ০৮ ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

টপিক ০৮: ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস (২৮ লভেম্বর, ১৮২০-৫ আগস্ট, ১৮৯৫)

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ছিলেন জার্মানির একজন সফল শিল্পপতির জ্যেষ্ঠ সন্তান। তিনি ১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর জার্মানির বারমেনে (Barmen) জন্মগ্রহণ করেন। যুবক অ্যাঙ্গেলসকে তার বাবা ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে তাদের তুলা কারখানায় ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হন। শহরের শ্রমিকশ্রেণির ব্যাপক দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হন এবং ১৮৪৪ সালে অ্যাঙ্গেলস The Condition of the Working Class in England রচনা করেন। ব্রিটেনে অবস্থানকালে তিনি চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। একই বছর থেকে তিনি কার্ল মার্কস-এর German-French Annal জার্নালে লেখা শুরু করেন। মার্কসের সাথে প্রথম সাক্ষাতের পরই অ্যাঙ্গেলস বুঝতে পারেন, পুঁজিবাদ এবং এর বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে তার এবং মার্কস-এর ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ একই রকম।

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস (২৮ লভেম্বর, ১৮২০-৫ আগস্ট, ১৮৯৫)

এজন্য তারা উভয়ে এ বিষয়ের ওপর কাজ করতে মনস্থ করেন। তাদের বন্ধুত্ব আমৃত্যু টিকেছিল। মার্কস জটিল তাত্ত্বিক বিষয়াবলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারদর্শী ছিলেন। অন্যদিকে অ্যাঙ্গেলস গণমানুষের কাছে তা উপযোগী করে লিখতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তারা যখন যৌথভাবে একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য কাজ করছিলেন তখন রাশিয়া সরকারের চাপে ফরাসি সরকার কার্ল মার্কসকে ফ্রান্স ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেয়। মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস এরপর তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বেলজিয়ামে চলে যাওয়ার মনস্থ করেন। অ্যাঙ্গেলস মার্কসের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করেন, তিনি মার্কসকে তার 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব' গঠনের জন্য পড়াশোনায় সাহায্য করেন। ১৮৪৫ সালের জুলাইতে অ্যাঙ্গেলস মার্কসকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান এবং সেখানে চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে তারা ম্যানচেস্টার লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করেন।

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস (২৮ লভেম্বর, ১৮২০-৫ আগস্ট, ১৮৯৫)

অ্যাঙ্গেলস ও মার্কস ১৮৪৬ সালের জানুয়ারিতে ব্রাসেলসে ফিরে যান এবং উভয়ে মিলে 'A Communist Correspondence Committee' গঠন করেন। এ কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। মার্কস এর প্রভাবে লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি নতুন সংগঠন 'কমিউনিস্ট লীগ' জন্মলাভ 'করে। অ্যাঙ্গেলস এতে ডেলিগেট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৪৭ সালে অ্যাঙ্গেলস ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির লন্ডন অফিসে আয়োজিত এক সভায় যোগ দেন। এ সভায় কমিউনিস্ট লীগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়াতন্ত্রকে খতম করে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করাই কমিউনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য। নেতারা বলেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো এমন এক শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না।

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস (২৮ লভেম্বর, ১৮২০-৫ আগস্ট, ১৮৯৫)

এরপর অ্যাঙ্গেলস ও মার্কস কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করতে শুরু করেন। এর প্রথম খসড়াটি The Principles of Communism অ্যাঙ্গেলস রচনা করেছিলেন। অ্যাঙ্গেলস এবং মার্কস সম্মিলিতভাবে ১৮৪৮ সালে তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ The Communist Menifesto প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থকে অ্যাঙ্গেলস এবং মার্কস এই প্রথম ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা হাজির করেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে অ্যাঙ্গেলস 'রাইনল্যান্ড ডেমোক্রেটস' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখেন। এ সংগঠনের কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং অ্যাঙ্গেলসকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়।

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস (২৮ লভেম্বর, ১৮২০-৫ আগস্ট, ১৮৯৫)

১৮৪৯ সালে কার্ল মার্কসকেও দেশত্যাগে বাধ্য করা হলে অ্যাঙ্গেলস ও মার্কস উভয়ে লন্ডন চলে যান। মার্কসের পরিবার চরম অর্থকষ্টে পড়লে তাদের আর্থিক সহায়তার জন্য অ্যাঙ্গেলস জার্মানিতে তার পিতার কারখানায় পুনরায় কাজে যোগ দেন। পরবর্তী বিশ বছর অ্যাঙ্গেলস মার্কসের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি অভিনব পন্থায় মার্কসকে অর্থ প্রেরণ করতেন। দুই দিনে মিলিয়ে তিনি একটি চিঠি দিতেন। তিনি এক বা পাঁচ ডলারের নোট ছিঁড়ে দুই টুকরো করে পৃথক এনভেলাপে করে মার্কসকে পাঠাতেন। আর মার্কস সেই টুকরো জোড়া দিয়ে ভাঙিয়ে তার পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। এভাবে আদর্শিক বন্ধুত্বের এক চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন অ্যাঙ্গেলস।

অ্যাঙ্গেলসের প্রকাশিত আরও কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে The Peasant War in Germany (1850), Anti Duhring (1878) এবং The Origin of the Family, Private Property and the State (1884) উল্লেখযোগ্য।

কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর অ্যাঙ্গেলস মার্কসের লেখাগুলো সম্পাদনা করেন। তিনি ১৮৮৫ সালে Das Kapital-এর দ্বিতীয় এবং ১৮৯৪ সালে তৃতীয় খণ্ড বের করেন। ১৮৯৫ সালের ৫ আগস্ট অ্যাঙ্গেলস লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

পিটার ক্রপোৎকিন (২১ ডিসেম্বর, ১৮৪২-৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১)

পিটার আলেক্সেয়েভিচ ক্রপোৎকিন ২১ ডিসেম্বর ১৮৪২ সালে মস্কোয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মূলত নৈরাজ্যবাদে (Anarchism) বিশ্বাসী। পনেরো বছর বয়সে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গের রাজভৃত্যের চাকরি নেন। চার বছরের মধ্যেই তিনি জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ব্যক্তিগত ভৃত্যে পরিণত হন। ১৮৬২ সালে তিনি সাইবেরিয়ার 'কোসাক রেজিমেন্টের কমিশন' প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করেন। জোসেফ প্রুধো ও বাকুনিনের লেখা পড়ে নৈরাজ্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন ক্রপোৎকিন। সাইবেরিয়ায় চাকরিকালীন তিনি বুঝতে পারেন যে, সামাজিক উন্নয়ন রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

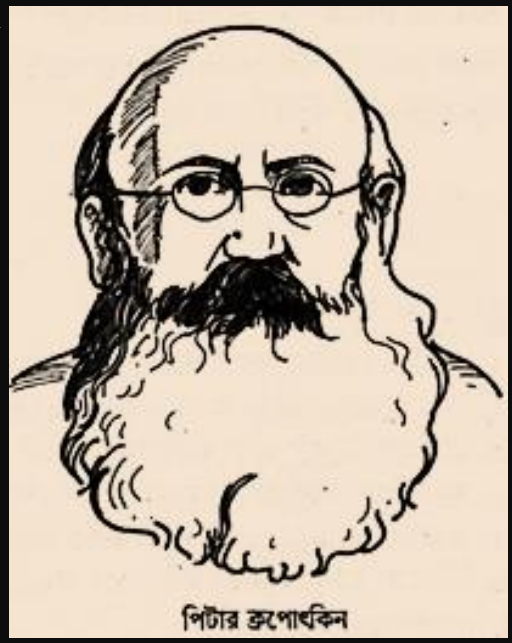

পিটার ক্রপোৎকিন

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

পিটার ক্রপোৎকিন (২১ ডিসেম্বর, ১৮৪২-৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১)

১৮৭২ সালে ক্রপোৎকিন কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে প্রচারণায় লিপ্ত একটি সাম্যবাদী গোষ্ঠীর সাথে যোগ দেন, যারা মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গে কাজ করছিল। ১৮৭৪ সালে তাকে নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব ও কর্মকাণ্ডের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। দুই বছর পর তিনি মুক্তি পেয়ে সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান। বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্য তাকে মস্কোতে ফিরতে দেওয়া হয়নি। ১৮৮১ সালে তিনি ফ্রান্সে যান এবং ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর সদস্য হন। এটি ছিল বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রীদের একটি ফেডারেশন, যারা পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে 'Social Commonwealth' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

ক্রপোৎকিন অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম (Struggle for Existence) ধারণাটি প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইনের মতবাদ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮০ সালে তিনি An appeal to the young গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি পড়ে লাখ লাখ তরুণ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৮৮৩ সালে ফরাসি কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়।

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

পিটার ক্রপোৎকিন (২১ ডিসেম্বর, ১৮৪২-৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১)

কারাগারে বসেই ক্রপোৎকিন তার আদর্শগুলো Anarchism নামক গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে জন বার্নাডশ, টম ম্যান, কেইর হার্ডি প্রমুখ সমাজতন্ত্রীদের সাথে মিলিত হন। পরের বছর তিনি In Russia and French Prisons নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, কারাগার হলো অপরাধের প্রশিক্ষণালয়। এখানে নির্দয় শাস্তিদানের মাধ্যমে মানুষকে শেখানো হয় কীভাবে মিথ্যা বলতে হয়, প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়। অতঃপর সে মানসিকভাবে শক্ত মানুষে পরিণত হয়। এরপর সে যখন কারাগার থেকে বেরিয়ে আসে তখন আরও বড় অপরাধ করার মতো মানসিক সাহস অর্জন করে।

ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস ও পিটার ক্রপোৎকিন

পিটার ক্রপোৎকিন (২১ ডিসেম্বর, ১৮৪২-৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১)

ক্রপোর্থকিন বলেন, কারাগার কয়েদিদের সংশোধনও করতে পারে না কিংবা অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধও করতে পারে না। ১৮৯২ সালে ক্রপোৎকিন তার বিখ্যাত The Conquest of Bread গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তার 'নৈরাজ্যবাদী' সামাজিক মতবাদ পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি যুক্তি দেন, শ্রমিকের শ্রমের পরিবর্তে যে মজুরি দেয়া হয় তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এ মজুরি ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুতরাং, মজুরি ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে এমন এক পদ্ধতি চালু করতে হবে যেখানে সবার সমান লভ্যাংশ থাকবে। ক্রপোৎকিন নৈরাজ্যবাদী সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পদ ও অসম আয়ের পরিবর্তে সম্পদ ও সেবার সমবণ্টন সম্ভব হবে। নৈরাজ্যবাদী অর্থনীতির মূল কথাই হলো শ্রমের বিনিময়ে মজুরি ব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রমের ফলে প্রাপ্ত মুনাফার সমবণ্টন সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তিনি গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থারও সমালোচনা করেন।

পিটার ক্রপোৎকিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার দিমিত্রিয়েভ শহরে মৃত্যুবরণ করেন। মস্কোতে তাকে সমাহিত করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ০৯ লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

টপিক ০৯: লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন ছিলেন একজন স্থানীয় স্কুল পরিদর্শকের সন্তান। তিনি ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল রাশিয়ার সিমবির্সক-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে সিমবির্সক জিমনেসিয়ামে (Simbirsk Gymnasium) লেখাপড়া করেন। লেনিনের বড় ভাই আলেক্সান্ডার উলিয়ানভও ছিলেন একটি সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের নেতা। ঐ গ্রুপটি জার তৃতীয় আলেক্সান্ডারকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়। লেনিনের ভাইকে যখন এ অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয় তখন তিনি মাত্র ১৭বছরের কিশোর। যখন তার ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় লেনিন তখন প্রতিশোধ নেবার অঙ্গীকার করেন। এরপর লেনিন এবং তার বিপ্লবী বন্ধুরা সন্ত্রাসবাদী পন্থা পরিত্যাগ করে মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। রাজদ্রোহীর ছোট ভাই হওয়ার কারণে লেনিনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাধা প্রদান করা হয়।

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

কিন্তু তিনি কাজান ইউনিভার্সিটিতে শেষ পর্যন্ত ভর্তি হতে সমর্থ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং এক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ অফিসার তাকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কেন বিদ্রোহ করছ, হে যুবক! তুমি তো জানো যে তোমার সামনে একটি দেয়াল আছে।' লেনিন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দেয়ালটি কম্পমান, কেউ ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে।' এরপর তাকে কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে আইন পাস করেন। এরপর সামারাতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ক্রমেই তিনি রাজনীতিতে. জড়িয়ে পড়েন এবং ১৮৯৫ সালে লিবারেশন অব লেবার গ্রুপের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতে সুইজারল্যান্ড যান।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে লেনিন তার সমাজতন্ত্রী বন্ধুদের নিয়ে "The Union of Struggle for the Emancipation of the Working Class' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৮৯৬ সালে তাকে গ্রেফতার করে তিন বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। নির্বাসনকালে তিনি The Development of Capitalism in Russia, the Task of Russian Social Democrat নামে একটি পুস্তক এবং বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী জার্নালে লেখা প্রকাশ করেন। ১৯০০ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি জেনেভা গমন করেন। সেখানে লেনিন লিবারেশন অব লেবার-এর সদস্যদের সহায়তার Iskra (Spark) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি পরে Social Democratic Labour Party'র মুখপত্রে পরিণত হয়।

১৯০২ সালে লেনিন What Is To Be Done শিরোনামে একটি পুস্তিকা বের করেন। এতে তিনি জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য একটি বৈপ্লবিক সেনাদল গঠনের যুক্তি প্রদান করেন। ১৯০৩ সালে লন্ডনে Social Democratic Labour Party'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে মত ও পথ নিয়ে মতদ্বৈততার জন্য তার দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট বন্ধু মারটভের (Martov)-এর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে বলশেভিক নামে পার্টির একটি উপদল গঠন করেন। পার্টির পত্রিকা Iskra'র ওপর তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেলে তিনি তার নিজস্ব পত্রিকা Vperyod (অগ্রসরমান) প্রকাশ করেন।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

১৯০৫ সালের মার্চ বিপ্লবের পর লেনিন রাশিয়ায় ফিরে আসেন কিন্তু ক্রমবর্ধমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন। ১৯০৭ সালে তিনি বলশেভিকদের 'তৃতীয় ডুমার' নির্বাচনে অংশ নিতে আহ্বান জানান। এ সময় তিনি বলশেভিকদের আন্দোলনের তহবিল গঠনের জন্য বিপুল সময় ব্যয় করেন। তিনি মস্কোর ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুদান লাভ করেন। ইতোমধ্যে বলশেভিকরা লুটের মাধ্যমেও বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে। টিফলিসের পোস্ট অফিস লুট করেই বলশেভিক অস্ত্রধারীরা আড়াই লাখ রুবল অর্থ সংগ্রহ করে। এর ফলে মেনশেভিকরা তাদের সাথে চূড়ান্তভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে। লেনিন এবং দুই বিশ্বস্ত সহকারী জর্জ জিনোভিভ এবং লেভ কেমেনেভ এই অর্থের মাধ্যমে বিপ্লবাত্মক লেখা ছাপিয়ে ব্যাপক প্রচারে নামেন। তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেন।গুলিতে ১৯১১ সালে লেনিন তার সহকারী জিনোভিয়েভ, কেমেনেভ এবং অন্যান্য বলশেভিকদের নিয়ে প্যারিসের অদূরে একটি গ্রামে অবস্থান নেন। তিনি 'Social Democratic Labour Party'র নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে পার্টির প্রাগ সম্মেলনে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে বলশেভিকরা মেনশেভিকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। লেনিনের মনোনীত রোমান মিলনভস্কি ওই বছরই অক্টোবরে ডুমার সদস্য নির্বাচিত হলে বলশেভিক আন্দোলনে গতিশীলতা আসে।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

বলশেভিকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জারের যোগদানের বিরোধিতা করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। এ সময় ইউরোপের অধিকাংশ সোশ্যালিস্ট নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে লেনিন মর্মাহত হন। এরপর তিনি এ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরের জন্য তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন। এজন্য তিনি Imperialism: The Highest Stage of Capitalism শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি মার্কস যেমন বলেছিলেন, সকল সমাজবিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবের হাত ধরে আসে- তার বিরোধিতা করে যুক্তি প্রদান করেন যে পরিস্থিতি সাপেক্ষে বুর্জোয়া বিপ্লব ছাড়াও সমাজতন্ত্রের বিপ্লব সম্ভব। তিনি তার সঙ্গী জিনোভিয়েভ ও কেমেনেভকে সাথে নিয়ে যুদ্ধরত মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে এ প্রচারণা চালান যেন তারা তাদের রাইফেল অফিসারদের দিকে তাক করে কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্পন্ন করে।

লেনিন বলেন, "শান্তির জন্য স্লোগান এ মুহূর্তে সঠিক নয়।" এ মুহূর্তের স্লোগান হবে, "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তর কর।" লেনিন বিশ্বাস করতেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তর করা সম্ভব হলে পুরোনো কাঠামো ভেঙে পড়বে এবং এর ফলে বলশেভিকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভে সক্ষম হবে।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

কিন্তু রোজা লুক্সেমবার্গ লেনিনের এ তত্ত্বের বিরোধিতা করে The Crisis in the German Social Democracy গ্রন্থ প্রকাশ করলে মেনশেভিকরাও লেনিনের তত্ত্বের বিরোধিতা করতে শুরু করে। তাদের মতে, গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বিপ্লব সংগঠন করলে রাশিয়াকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তর করা যাবে না। কিন্তু লেনিন বুঝেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অর্জন করার ভালো উপায় হবে যুদ্ধকে চালু রাখা। এজন্য তিনি ইনেসা আরমান্দ (Inessa-Armand)-কে ব্রাসেলসের International Socialist Bureau Conference-এ প্রেরণ করেন। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জার দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ান আর্মির সুপ্রিম কমান্ডের দায়িত্ব নিয়ে পূর্বফ্রন্টে লড়াইয়ে অংশ নিলে দেশের সামরিক বিপর্যয়ের সব দায়-দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। এর ফলে নিকোলাসের প্রতি জনসমর্থন ১৯১৭ সালে একেবারে শূন্যে নেমে আসে।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

রুশ জনগণ বুঝতে পারে, নিকোলাস সরকারের অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা রাশিয়ান সৈন্যদের একটি আধুনিক যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও রসদ সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে রাশিয়ার এই লজ্জাজনক সামরিক বিপর্যয়। এদিকে ১৯১৭ সালের জানুয়ারি নাগাদ খাদ্য স্বল্পতার জন্য খাদ্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। শুধু পেট্রোগ্রাদ শহরেই জানুয়ারিতে খাদ্যমূল্য স্বাভাবিকের তুলনায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পায়। এতে বেতন বৃদ্ধির জন্য শিল্প শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে। ১১ ফেব্রুয়ারি জনতা খাদ্যের দাবিতে পেট্রোগ্রাদ শহরে জড়ো হয়ে রাস্তার দুপাশের বিপণিবিতানগুলোতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।

২৬ ফেব্রুয়ারি জার নিকোলাস 'ডুমা' (রাশিয়ান আইনসভা) বন্ধ করার জন্য নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু 'ডুমার' সদস্যবৃন্দ এ নির্দেশ অমান্য করে আলোচনা অব্যাহত রাখেন। এ অবস্থায় ডুমার প্রেসিডেন্ট মিখাইল রদজিয়াঙ্কো জার নিকোলাসকে টেলিগ্রাম মারফত এই মর্মে পরামর্শ প্রেরণ করেন যে, নিকোলাস যেন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা রয়েছে এমন কাউকে প্রধান করে নতুন সরকার গঠন করেন।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

জার কোনো উত্তর না দিলে 'ডুমা' প্রিন্স লেভভ-এর নেতৃত্বে একটি প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। এতে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আসন্ন বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে জারকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন গ্রহণযোগ্য কারও কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তিনি গ্রান্ডডিউক মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে মনস্থির করেন। কিন্তু মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ ক্ষমতা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। জার তখন ১৯১৭ সালের ১ মার্চ প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেশের নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করে ক্ষমতা ছেড়ে দেন।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

লেনিন এ সময় জার্মানিতে ছিলেন। জার্মান সরকার রাশিয়াকে পূর্ব ফ্রন্টে বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার আশায় লেনিনকে ২৭জন সঙ্গীসহ একটি বিশেষ ট্রেনে পেট্রোগ্রাদ পাঠায়। ৩ এপ্রিল রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেই লেনিন তার বিখ্যাত এপ্রিল থিসিস প্রকাশ করেন। এ থিসিসে লেনিন বলেন;

ক) ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণির জয় হয়েছে, এতে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই।

খ) মার্কসের তত্ত্বানুসারে বুর্জোয়া শাসনের সংকটের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। বুর্জোয়া বিপ্লব এবং শ্রমিক বিপ্লব একসাথে চলবে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করবে।

লেনিন বলেন, বুর্জোয়ারা প্রকৃতপক্ষে কোনো বিপ্লব করতে পারবে না। তাদের বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে দিলে বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদকে দৃঢ় করে ফেলবে। সুতরাং বুর্জোয়ারা শিকড় ছড়ানোর আগেই তাদের উপড়ে ফেলতে হবে। ৪ এপ্রিল পেট্রোগ্রাদ বলশেভিক কমিটির আলোচনা শেষে ১৩-২ ভোটে লেনিনের থিসিস প্রত্যাখ্যাত হয়। লেনিন হতোদ্যম না হয়ে বরং যেসব সোশ্যালিস্ট প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর জার সরকারের পতন ঘটে। এরপর রাশিয়ায় এক ধরনের দ্বৈতশাসনের সূত্রপাত ঘটে। মধ্যপন্থি ও রক্ষণশীল ডুমার সদস্যদের নিয়ে একটি অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। অপরদিকে সারাদেশে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েত (পরামর্শ সভা) গঠিত হয়। নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়। সোভিয়েতগুলোই রুশ সমাজতন্ত্রের পার্লামেন্টে পরিণত হতে থাকে এবং লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা এসব সোভিয়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে শুরু করে। লেনিন এ সময় ধারাবাহিক আন্দোলনের কথা বলেন। তিনি ঘোষণা করেন, সোভিয়েতগুলোকে এখন সকল ক্ষমতা দিতে হবে। লেনিন নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই এপ্রিল-নভেম্বর এই ৭ মাসে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন, পরিস্থিতির ব্যাখ্যাদান, পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মসূচি নির্ধারণ ও কৌশল প্রয়োগ করে রাশিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিকে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হন।

অস্থায়ী সরকার জনগণের মনোভাবকে উপেক্ষা করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে এবং একের পর এক গণবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকলে তাদের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। এর সাথে যুক্ত হয় প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়া সরকারের অদক্ষতা ও দুর্নীতি। রুশ সেনাবাহিনী 'গ্যালিসিয়া' অভিযানে ব্যর্থ হলে সরকারের জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকে। এ সময় মধ্যপন্থি কেরেনস্কিকে সমরমন্ত্রী নিযুক্ত করেও রুশ সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলা দূর করা সম্ভব হয়নি।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

যুদ্ধ রাশিয়ার সংকট ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ৪৩টি প্রদেশে কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। লেনিন ও তার বলশেভিক দল এ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। পেট্রোগ্রাদে নতুনভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে লেনিন শ্রমিক ও কৃষকদের ঐক্যের ডাক দেন। দেশে বিপ্লবের পরিস্থিতি উদ্ভব হতে থাকে। ১ আগস্ট কেরেনস্কি (যিনি একাধারে প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন) জেনারেল এল জি কার্নিলভকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু কার্নিলভ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে কেরেনস্কি তাকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে বলশেভিক ও সোভিয়েতকে দেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সেনাবাহিনীতে বলশেভিকদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। বলশেভিকরা এ আহ্বানে সাড়া দেয় কিন্তু লেনিন পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেন, "আমরা কার্নিলভের বিরুদ্ধে লড়াই করব কিন্তু কেরেনস্কির পক্ষে নয়।”

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

কয়েকদিনের মধ্যেই জেনারেল কার্নিলভের বাহিনীর বিরুদ্ধে পেট্রোগ্রাদ রক্ষা করার জন্য প্রায় ২৫ হাজার সশস্ত্র কমরেডকে নথিভুক্ত করা হয়। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক সৈন্যরা পেট্রোগ্রাদের চারদিকে যখন পরিখা খনন করছিল তখন একদল সৈনিক প্রতিনিধিদলকে কার্নিলভের অগ্রসরমান বাহিনীর কাছে প্রেরণ করা হয়। এতে জেনারেল কার্নিলভের সৈন্যরা পেট্রোগ্রাদ আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উপায়ান্তর না দেখে কার্নিলভের সেনাপতি জেনারেল ক্রেমভ আত্মহত্যা করেন। কার্নিলভের সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে কার্নিলভকে গ্রেফতার করা হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর রাশিয়াকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। লেনিন এ সময় পেট্রোগ্রাদে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু গোপনে সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। অক্টোবরের মধ্যে রাশিয়ার ৬২টি শহরে প্রায় ২ লাখ সমাজতন্ত্রী লালফৌজ জড়ো হয়। মূল শক্তি জড়ো হয়েছিল পেট্রোগ্রাদে।

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

১০ অক্টোবর জোসেফ স্ট্যালিন প্রজাতন্ত্রী সরকারের ওপর তার সমর্থন প্রত্যাহার করে লেনিন নির্দেশিত সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জানান। কেরেনস্কি সরকার মেনশেভিক ও রেভল্যুশনারি সমাজতন্ত্রী দলের সহায়তায় ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেন। কেরেনস্কি এজন্য বলশেভিকদের পেট্রোগ্রাদস্থ হেডকোয়ার্টারস আক্রমণ এবং লেনিনকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত নেন।

২৩ অক্টোবর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লেনিন এতে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য দলের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আজ এমন যে আমাদের অবশ্যই বিপ্লব শুরু করতে হবে। জনগণ প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে ক্লান্ত। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা পরিবর্তনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। গ্রামাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ যে কিছু একটা করা দরকার। সংবিধান সভার জন্য অপেক্ষা করলে পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূলে চলে যাবে। এটা হবে মূর্খতা, কেননা এটা আমাদের কাজকে জটিল করে দেবে।'

১৯১৭ সালের ২৪ অক্টোবর লেনিন অপর একটি চিঠিতে বলভেশিক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের লেখেন, 'এটা যে এখন বিদ্রোহ না করা হবে মৃত্যুর শামিল... বিলম্ব করলে ইতিহাস বিপ্লবীদের ক্ষমা করবে না যেহেতু এখন আমরা বিদ্রোহ করলেই জয়লাভ করতে পারি।'

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

২৪ অক্টোবর সরকার বলশেভিক কার্যালয় অফিস আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ খবরে চারদিকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিক, নৌ এবং সৈনিকদের ব্রিগেডগুলো রেলস্টেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দখল করে নেয়। ২৫ অক্টোবর (পুরোনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৭ নভেম্বর) রাশিয়ার ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে চলে আসে। বলশেভিক পার্টি ক্ষমতা গ্রহণ করে। লেনিন ক্ষমতার এ পরিবর্তনকে, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন।

এভাবে ইউটোপিয় পর্ব থেকে কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পর্যন্ত অনেক মনীষী সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, লেনিন তাকে বাস্তব রূপ দেন। রুশ বিপ্লব শুধু রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেনি এটি বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তবে মৃত্যুর পূর্বেই লেনিন সমাজতন্ত্রকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যেতে সমর্থ হন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ১০ বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

টপিক ১০: বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। নিচে রুশ বিপ্লবের ফলাফলসমূহ উল্লেখ করা হলো:

ব্রেস্ট-লিটভস্ক সন্ধি ও যুদ্ধ পরিত্যাগ (Treaty of Brest-Litovsk and Forsaking of war)

রুশ বিপ্লবের পূর্বে লেনিন শ্রমিকদের রুটি, কৃষকদের জমি এবং সৈনিকদের যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এজন্য বিপ্লবের পরপরই তিনি জার্মানির সাথে ব্রেস্ট-লিটভস্ক (Brest-Litovsk) সন্ধির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে আসেন। এর ফলে রাশিয়া, পোল্যান্ড, তিন বাল্টিক রাজ্য, ফিনল্যান্ড, বাইলোরাশিয়া, ইউক্রেন এবং ট্রান্সককেশিয়ার একাংশ পরিত্যাগ করে এবং জার্মানিকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দেয়। ফলে রাশিয়ার কয়লা ও লৌহশিল্পের তিন-চতুর্থাংশ হাতছাড়া হয়। তবে এর ফলে জার্মানির সাথে শান্তি স্থাপিত হয়। এতে রাশিয়া তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। এ সন্ধি লেনিনের কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

পুরোনো কাঠামোর পরিবর্তে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো (Change in Administrative Structure): রুশ বিপ্লবের ফলে পুরোনো প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়। 'ডুমা' বা সংবিধান সভা এবং জারের আমলের সিনেট ভেঙে দেওয়া হয়। মস্কো ও পেট্রোগ্রাদ এর মিউনিসিপ্যালিটি ভেঙে দেওয়া হয়। জেলা পরিষদগুলো ভেঙে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর আইন-কানুন সংগঠন পরিবর্তন করে পুরোনো শ্রেণি বিভাগ বিলুপ্ত করা হয়। বিপ্লবের প্রতি যাদের আনুগত্য ছিল তাদের অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়। সব সরকারি পদে বিশ্বস্ত বলশেভিকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। স্থানীয় প্রশাসন, পরিচালনার জন্য সোভিয়েতগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

ধর্মীয় সংস্কার (Religious Reform)

রাশিয়ায় গির্জাকে রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। গির্জার সম্পত্তিগুলোর জাতীয়করণ করা হয়। গির্জার কাছ থেকে রাষ্ট্র বিবাহদান এবং বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষমতা গ্রহণ করে। গির্জার পাদ্রিরা বেতনভুক্ত কর্মচারিতে পরিণত হন।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (Establishment of Socialism)

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাতিল করে শিল্প-কলকারখানা, খামার, ভূ-সম্পত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সব কিছুই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এমনকি বৃহৎ জমিদারি, কুলাকদের সম্পত্তি ও কৃষকদের জমিও রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে এবং এজন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত করে সবাইকে শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে বাধ্য করা হয়। রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। শহরের প্রতিটি পরিবারকে রুটির কার্ড প্রদান করা হয়। ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। কুলাকশ্রেণি জমি ছেড়ে দিতে না চাইলে তাদের কঠোর হস্তে দখল করা হয়। শ্রমকেই সামাজিক মর্যাদার মূল মাপকাঠি করে সবাইকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

শ্বেত সন্ত্রাসের উদ্ভব (Rise of White Terror)

বলশেভিকরা ক্ষমতা গ্রহণ করলেও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলো নতশিরে তা মানতে প্রস্তুত ছিল না। তারা পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সহায়তায় প্রতিবিপ্লব সংঘটনের প্রয়াস চালায়। সাইবেরিয়া থেকে ইউক্রেন পর্যন্ত রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে এই প্রতিবিপ্লবী শক্তি 'শ্বেত সন্ত্রাস' (White Terror) চালাতে থাকে। এরা বলশেভিক সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করে। জারের আমলের সেনাপতিরা যেমন- দেনিকিন, কোলচাক, উদেলিখ প্রতিবিপ্লবী সরকারের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এরা স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করে মস্কোর দিকে রওনা হয়। কোলচাকের নেতৃত্বে ৪০ হাজার প্রতিবিপ্লবী সেনা ট্রান্সসাইবেরীয় রেলপথ ধরে মস্কোর দিকে ছুটে আসে। এদিকে ইউরোপীয় বাহিনী উত্তর সাগরের আর্কেঞ্জেল বন্দর ও পোল্যান্ডের ভেতর দিয়ে রাশিয়ার দিকে ধাবিত হয়। লেনিন তার দুই বিশ্বস্ত সহকর্মী ট্রটস্কি ও স্ট্যালিনের সহায়তায় শ্বেত সন্ত্রাস দমন করেন। স্ট্যালিন শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'লাল সন্ত্রাস' (Red Terror) পরিচালনা করেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ নিহত হয়; ২০ লাখ লোক দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

ট্রটস্কি শ্রমিক ও কৃষকদের সমন্বয়ে লালফৌজ গঠন করেন। বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক রুশ জনগণ বলশেভিক সরকারকে সহযোগিতা করে। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী সরকার পূর্ণ জয়লাভ করে। রুশ বিপ্লববিরোধী শ্বেত সন্ত্রাসীরা বিদেশে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। যারা দেশে থাকে তারা স্ট্যালিনের গুপ্ত পুলিশের হাতে মারা পড়ে। রিগার সন্ধির মাধ্যমে রুশ-পোল যুদ্ধের অবসান ঘটে। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো, রোমানিয়া ও তুরস্কের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করে রাশিয়া তার সীমান্ত সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

সংবিধান রচনা ও সোভিয়েত গঠন (Framing of Constitution & Formation of Soviet)

১৯১৭ সালের নভেম্বরে ক্ষমতা গ্রহণের পর বলশেভিক সরকার সংবিধান প্রণয়নের জন্য' একটি জাতীয় সংবিধান সভা গঠনের উদ্দেশ্যে একটি নির্বাচন দেয়। কিন্তু ভোটের ধরন দেখে মনে হয়, রুশ জনগণ উগ্র সমাজতন্ত্রের বদলে মধ্যপন্থি সমাজতন্ত্র চায়। এর ফলে লেনিন নির্বাচিত সংবিধান সভা মাত্র ২৪ ঘণ্টা চলার পর তা বাতিল করে দিয়ে শুধু বলশেভিকদের দিয়ে সোভিয়েত গঠন করে সরকার চালানোর ব্যবস্থা করেন। লেনিন বলেন, এটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ব্যবস্থা, পরে স্থায়ী সংবিধান চালু করা হবে। সেই অনুযায়ী ১৯২৪ সালে রাশিয়ায় একটি স্থায়ী সংবিধান গৃহীত হয়। এ সংবিধানে রাশিয়াকে সংযুক্ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র (Union of Soviet Socialist Republic-USSR) ঘোষণা করা হয়। দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা ৪টি সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়- ক) সোভিয়েত, খ) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, গ) গুপ্ত পুলিশ ও ঘ) সেনাবাহিনী। প্রতি গ্রামে গ্রামবাসীর মাধ্যমে একটি সোভিয়েত গঠন করা হয়। এ সোভিয়েতের সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। গ্রাম সোভিয়েতগুলোর সদস্যরা আঞ্চলিক সোভিয়েত, এভাবে প্রাদেশিক সোভিয়েত এবং প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত নির্বাচিত করা হয়। ইউনিয়ন সোভিয়েত বা সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য সংখ্যা দুই হাজার। এরা ৩০০ সদস্যের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাচক সমিতি এবং এই সমিতির সদস্যরা ১০ সদস্যের প্রেসিডিয়াম বা মন্ত্রিসভা গঠন করবে না। লেনিন ছিলেন এ মন্ত্রিসভার প্রধান।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New Economic Policy: NEP)

বিপ্লবের পর রাশিয়ায় সব ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করা হয়। এতে সাময়িকভাবে কৃষি ও শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। এর ফলে ১৯২০-২১ সালে রাশিয়ায় খাদ্য সংকট শুরু হয়। সেই সাথে অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি হলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ অবস্থা দূর করার জন্য লেনিন ১৯২১ সালে তার নয়া অর্থনীতি ঘোষণা করে কিছুটা মিশ্র অর্থনীতি চালু করেন। ক্ষুদ্র চাষিদের জমির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বৃহৎ শিল্পগুলোকে সরকারি মালিকানায় রেখে কিছু কিছু ক্ষুদ্র শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম এনে দুর্ভিক্ষ দূর করা হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন (Change in the Field of Education & Culture)

রাশিয়ায় ১৪০টির মতো ভিন্ন ভাষাভাষী জাতির অস্তিত্ব ছিল। বিপ্লবের পর প্রতিটি জাতিকে তার নিজস্ব সত্তা বজায় রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়। সকল নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ফলে রুশ জাতি ছাড়াও অপরাপর পশ্চাদপদ জাতির লোকেরা স্বল্পসময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে শিক্ষায় এগিয়ে যায়। ছোট-বড় জাতিসমূহের মধ্যে পাস্পরিক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। রুশ বিপ্লব জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের যে স্বীকৃতি দেয়, তা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে অনুপ্রাণিত করে।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া (International Reaction)

রুশ বিপ্লব এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার পরাধীন দেশগুলোতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে কোনো কোনো দেশের জনগণ স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই শুরু করে। অন্যদিকে উন্নত ধনবাদী দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের উত্থান রোধ করার জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলো সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এর ফলে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে। এর হাত ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

রুশ বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বের প্রথম সফল বিপ্লব। ইউটোপিয় আদর্শের লেখনী থেকে মার্কসের ইতিহাসের জড়বাদী তত্ত্ব পর্যন্ত বহু মনীষী এরূপ একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন যুগের পর যুগ ধরে। কিন্তু লেনিন সময়ের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে শত প্রতিকূলতার মধ্যে রুশ বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। শত বছরের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে তিনি সক্ষম হন। লেনিন যদিও বেশিদিন ক্ষমতায় ছিলেন না। কিন্তু তিনি সমাজতন্ত্রের যে ভিত্তি নির্মাণ করেন তার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর অনেক দেশ শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বলশেভিক বিপ্লব

টপিক – ১০ বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল

টপিক ১১: অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

মেনশেভিক

রুশ মেনশেভিক শব্দের অর্থ সংখ্যালঘিষ্ঠ। রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে ১৮৯৮ সালে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠিত হয়। এ পার্টির সবাই মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিল। ১৯০৩ সালে লন্ডনে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের রণকৌশল নিয়ে দলটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ (বলশেভিক) অংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন লেনিন আর সংখ্যালঘিষ্ঠ (মেনশেভিক) অংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মার্তড এবং প্লেখানভ।

বলশেভিক

রুশ শব্দ Bolshevik এর অর্থ হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯০৩ সালে আন্দোলনের কৌশল ও নানাবিধ কারণে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (Russian Social Democratic Labour Party) মেনশেভিক ও বলশেভিক এ দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কঠোর আদর্শগত অবস্থান এবং শ্রমিকশ্রেণির রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দলের মূল অংশ বা বলশেভিকরা সংগঠিত হতে শুরু করে।

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

বলশেভিক বিপ্লব

বলশেভিক বিপ্লব বলতে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিকদের নেতৃত্বে সংঘটিত হওয়া রুশ বিপ্লবকে বোঝায়। বিশ শতকের শুরুতে বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো রুশ বিপ্লব। এ বিপ্লবের মাধ্যমে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এ বিপ্লব রাশিয়ার সীমানা পেড়িয়ে আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি এ বিপ্লব করে বলে একে বলশেভিক বিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা হয়।

এপ্রিল থিসিস

বলশেভিক বিপ্লবের নেতা লেনিন ১৯১৭ সালের ৩ এপ্রিল তার বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস' ঘোষণা করেন। এপ্রিল থিসিসে বলা হয়- ১. ফেব্রুয়ারির বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণির জয় হয়েছে। তাতে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই; ২. বুর্জোয়া বিপ্লব ও শ্রমিক বিপ্লব একসাথে চলতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করবে; ৩. বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাচ্ছে তা হলো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এতে রুশ জনগণ কোনো সহযোগিতা করবে না। লেনিন তার এপ্রিল থিসিসে রুশ সেনাদল ও শ্রমিকদের বিপ্লবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

কমিউনিস্ট ইশতেহার

বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং পূর্ববর্তী শ্রেণি সমাজের বিবর্তন ও বিকাশের ধারাবাহিকতা তুলে ধরেছেন। তাছাড়া এতে তারা শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের মূল কারণ হিসেবে উৎপাদনের মালিকানাকে চিহ্নিত করেছেন। কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস এবং অ্যাঙ্গেলস বলেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসই শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। তারা দেখান যে, বুর্জোয়া শ্রেণি এবং সর্বহারাদের সংগ্রামে বুর্জোয়াদের পরাজয় ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।

জারতন্ত্র

কমিউনিস্ট ইশতেহার হলো কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস রচিত পুস্তক, যাতে তারা ইতিহাসের বলশেভিক বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় বিদ্যমান স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে জারতন্ত্র বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। তখন রাষ্ট্রের শাসককে জার বলা হতো। এসব শাসকেরা স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে দেশের শাসন পরিচালনা করতেন। তারা অভিজাতদের অনুকূলে নীতি নির্ধারণ এবং আইন প্রণয়ন করতেন। রাশিয়াতে প্রচলিত এ স্বৈরাচারমূলক শাসনব্যবস্থাই জারতন্ত্র নামে পরিচিত।

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

জার সরকারের দুর্বলতা

গণবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে রাশিয়ায় জার সরকার নৈতিক দিক থেকে চরম দুর্বল ছিল। ১৯০৫ সালে রুশ সরকার রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং এতে জার সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ফলে রাশিয়ার সর্বত্র গণতান্ত্রিক সংস্কার ও কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার দাবিতে বিদ্রোহ হয়। কলকারখানায় শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে। ভূমিদাসরা 'ম্যানর' বা জমিদারদের খামার পুড়িয়ে দেয়। জার সরকারের দুর্বলতায় এসব আন্দোলন সামাল দেওয়া যায়নি।

THANK YOU